Freshwater Action Network South Asia

Freshwater Action Network South Asia-Bangladesh

কমিউনিটি-ভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং

(Community-led Sanitation Monitoring)

গাইবান্ধা পৌরসভা, গাইবান্ধা

প্রতিষ্ঠা: আগস্ট ২০২৩

গাইবান্ধা পৌরসভাটি একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা হলেও নানা প্রতিকূলকতা ও যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে পৌর কর্তৃপক্ষ পৌর এলাকার প্রকৃত অবস্থা বা পৌরবাসির সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারে না, ফলে পৌরবাসি তাদের কাঙ্খিত সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় পৌরসভা পৌরবাসির অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতাসহ উদ্বুদ্ধকরণে ভূক্তভোগী জনগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে গঠন করে কমিউনিটি-ভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল। কমিউনিটি-ভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল গঠনের মূল লক্ষ্য পৌরবাসির নিরাপদ পরিচালিত স্যানিটেশন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা। এই প্রক্রিয়ায় মনিটরিং দল নগরের পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা চিত্র নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে এবং সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরে পৌরসভাকে সহযোগিতা করে।

সদস্য সংখ্যা (Members): ৭ জন

সদস্যদের নাম:

শহীদ আহমেদ, কাউন্সিলর, গাইবান্ধা পৌরসভা
মোঃ রবিউল ইসলাম, সমাজসেবা কর্মকর্তা, গাইবান্ধা পৌরসভা
মাহবুবুর রহমান, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য
মাহমুদুল হাসান, এনজিও কর্মী ও টিএলসিসি সদস্য
মোছাঃ সাইদা পারভীন, সহ-সভাপতি, নারী ফোরাম
ভবতোষ রায় মনা, সাংবাদিক
মোছাঃ সুলতানা বেগম, নারী ফোরাম সদস্য

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS

Freshwater Action Network South Asia

Freshwater Action Network South Asia-Bangladesh

মনিটরিং পর্যবেক্ষণ (Observation):

পাবলিক ও কমিউনিটি টয়লেটঃ

- গাইবান্ধা পৌরসভায় ৫টি পাবলিক টয়লেটের কোনটিই অন্তর্ভুক্তিমূলক না। অধিকাংশ টয়লেট-এর ভেতর/কমোট নোংরা। কোন কোন টয়লেটের দরজা ভাঙ্গা অথবা নাই। একটি একেবারেই বন্ধ।
- অনেক কমিউনিটি টয়লেট একবারেই পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে; অনেক স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেছে।
- কয়েকটির ছাদ ভাঙ্গা, প্লাস্টার নাই, ও আলোর ব্যবস্থা নাই। অনেক জায়গায় সংযোগ পাইপ সুয়্যারেজ লাইনের সাথে সংযুক্ত।
- বেশিরভাগ টয়লেটে পানি সরবরাহ নাই। বিদ্যমান টিউবওয়েল টয়লেট পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহারে সহায়ক নয়।
- কোন টয়লেটেই হাত ধোয়াসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা নাই।

অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থাঃ

- নগরে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ট্রান্সজেন্ডার, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ব্যবহারোপযোগী স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই।

পৌরসভার বর্জ্য অপসারণঃ

- একটি ভেকু-ট্যাগ দিয়ে মলবর্জ্য অপসারণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।
- উন্মুক্ত ডাম্পিং স্টেশন যেন দূষণ ছড়ানোর একটি ভাগাড়।
- কমিউনিটির রাস্তাসমূহ এতটাই সরু যে, কমিউনিটির অভ্যন্তরে ভেকুট্যাগ পৌঁছাতে পারেনা। ফলে এসব মলবর্জ্য ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় খাল, নালা, পুকুর ও জলাশয়ে অপসারণ করা হয় যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

পদক্ষেপ গ্রহণ (Measures Taken):

- মনিটরিং পর্যবেক্ষণের ফলাফল পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত উপস্থাপন করা হয়েছে।
- পৌর কর্তৃপক্ষ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বাজেট বৃদ্ধিসহ বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।
- পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে নগরের বিভিন্ন স্থানের বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে।
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির স্যানিটেশন অব্যবস্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছে।
- পৌরসভা একটি গণ-শৌচাগারকে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করেছে।
- পৌরসভা ডাম্পিং ষ্টেশনটি সংস্কারসহ একটি বর্জ্য শোধনাগার (FSTP) তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

Rising for Rights for Strengthening Civil Society Network to Achieve SDG 6

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS

কমিউনিটি-ভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং

(Community-led Sanitation Monitoring)

মুক্তিনগর ইউনিয়ন, সাঘাটা, গাইবান্ধা

প্রতিষ্ঠা: সেপ্টেম্বর ২০২৩

কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের অংশগ্রহণে গঠিত হয়। মুক্তিনগর ইউনিয়নের জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন অধিকার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ নগরের সাধারণ নারী-পুরুষ বাসিন্দা ও সেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে গঠিত এই মনিটরিং দল। মনিটরিং দল নিয়মিত নগরের পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা চিত্র পর্যবেক্ষণ করে। মনিটরিং ফলাফল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কছে তুলে ধরে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয় এবং ইউনিয়ন এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে উঠে- এটাই কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল এর লক্ষ্য।

সদস্য সংখ্যা (Members): ৭ জন

সদস্যদের নাম:

মোছাঃ জোসনা বেগম, সদস্য, মুক্তিনগর ইউনিয়ন পরিষদ
মোছাঃ লাভলী বেগম, সদস্য, সাঘাটা ইউনিয়ন পরিষদ
মোঃ রাশেদা খাতুন, শিক্ষক
মোঃ ঝর্না বেগম, নারী ফোরাম সদস্য
শারমিন আকতার, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য
মোছাঃ জাফনীয়ারা, নারী ফোরাম সদস্য
চায়না আকতার, এনজিও কর্মী

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS WDP

মনিটরিং পর্যবেক্ষণ (Observation):

- মুক্তিনগর ইউনিয়নের আওতায় শক্তিশালী স্যানিটেশন অবকাঠামো নাই।
- অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ধারণা নাই।
- বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান স্যানিটেশন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।
- মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন ধারণা এবং পদক্ষেপ নাই।
- ইউনিয়নের নগর এলাকায় বাজার ও অন্যান্য জন-অধ্যুষিত প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নাই।
- দুর্বল স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ঝুঁকি বিদ্যমান।

পদক্ষেপ গ্রহণ (Measures Taken):

- মনিটরিং পর্যবেক্ষণের ফলাফল ইউনিয়ন পরিষদের কাছে নিয়মিত উপস্থাপন করা হয়েছে।
- স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাজেট বেড়েছে প্রায় ৩ গুণ।
- পরিবেশ রক্ষায় ইউনিয়নের ভরতখালী হাটে প্রস্রাবখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।
- দাবী উত্থাপনের মাধ্যমে সাঘাটা উপজেলা প্রশাসনিক ভবনে নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- পরিবেশ রক্ষায় ইউনিয়নের ভরতখালী হাটে প্রস্রাবখানা ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে।
- ভরতখালি হাট, স্কুল ও মন্দিরের জনসমাগম বিবেচনায় একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

Rising for Rights for Strengthening Civil Society Network to Achieve SDG 6

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS WDP

কমিউনিটি-ভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং

(Community-led Sanitation Monitoring)

বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, বরিশাল

প্রতিষ্ঠা: সেপ্টেম্বর ২০২৩

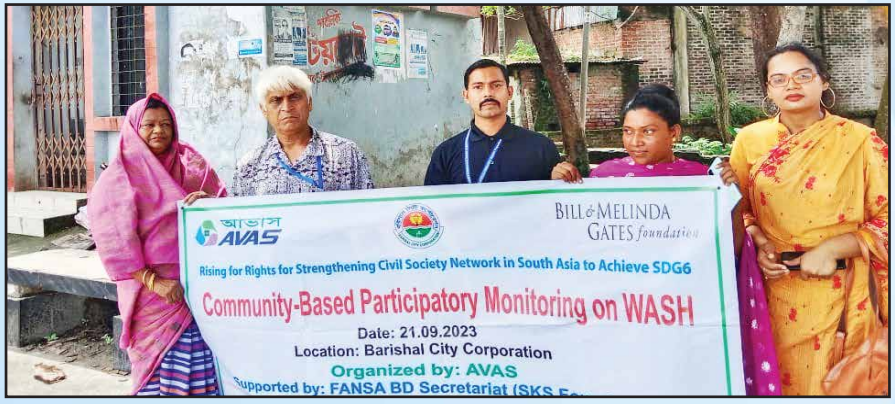

কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের অংশগ্রহণে গঠিত হয়। বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন অধিকার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ নগরের সাধারণ নারী-পুরুষ বাসিন্দা ও সেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে গঠিত এই মনিটরিং দল। মনিটরিং দল নিয়মিত নগরের পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা চিত্র পর্যবেক্ষণ করে। মনিটরিং ফলাফল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কছে তুলে ধরে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয় এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে উঠে- এটাই কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল এর লক্ষ্য।

সদস্য সংখ্যা (Members): ৭ জন

সদস্যদের নাম:

আলমতাজ বেগম, কাউন্সিলর, বরিশাল সিটি কর্পরেশন
জাহানারা বেগম স্বপ্না, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য
মোঃ আলাউদ্দিন, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য
সুমাইয়া জিসান, সাংবাদিক
মোঃ হানিফ মিয়া, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি
কিশোর চন্দ্র বালা, যুব সংগঠক
মুকুল বেগম, নারী ফোরাম সদস্য

মনিটরিং পর্যবেক্ষণ (Observation):

গণ-শৌচাগার (Public Toilet) :

- ৬টি পাবলিক টয়লেটের অধিকাংশ অপরিচ্ছন্ন, অস্বাস্থ্যকর ও ব্যবহার অনুপযোগী।
- কয়েকটি গণ-শৌচাগার তালাবদ্ধ অবস্থায় ব্যবহারহীন পড়ে আছে।
- গণ-শৌচাগার ও অধিকাংশ বসতবাড়ির টয়লেটের সংযোগ পাইপ স্যুয়ারেজ লাইন ও নদী-নালা, খাল-বিলে সংযুক্ত।
- শহরের কিছু অংশে কোন অনসাইট কন্টেইনার নেই।
- উপকূলীয় বাস্তবতায় নগরের টয়লেট ব্যবস্থা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নাজুক হয়ে পড়ে।

কমিউনিটি ল্যাট্রিন (Community Latrine):

- বৃষ্টি এবং ঝড়-জলোচ্ছাসে কলোনী (Slums) এবং ল্যাট্রিনগুলো প্রায়ই প্লাবিত হয়।
- ল্যাট্রিন- এর মল এবং বর্জ্যগুলো পানিতে ভেসে তৈরি করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি।
- ল্যাট্রিনগুলোর সংযোগ জলাশয়ের সাথে এবং তরল বর্জ্য ড্রেন, খোলা মাঠেও নির্গত হয়।

পদক্ষেপ গ্রহণ (Measures Taken):

- মনিটরিং পর্যবেক্ষণের ফলাফল সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত উপস্থাপন করা হয়েছে।
- সিটি কর্তৃপক্ষ নগরের কলোনী ও বস্তিবাসীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন।
- জলবায়ু অভিঘাত সহনশীল স্যানিটেশন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণে সিটি কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

Rising for Rights for Strengthening Civil Society Network to Achieve SDG 6

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS আভাস AVAS

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS আভাস AVAS

কমিউনিটি-ভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং

(Community-led Sanitation Monitoring)

শ্রীমঙ্গল পৌরসভা, মৌলভীবাজার

প্রতিষ্ঠা: অক্টোবর ২০২৩

কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের অংশগ্রহণে গঠিত হয়। শ্রীমঙ্গল পৌরসভার জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন অধিকার প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ নগরের সাধারণ নারী-পুরুষ বাসিন্দা ও সেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে গঠিত এই মনিটরিং দল। মনিটরিং দল নিয়মিত নগরের পানি, স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা চিত্র পর্যবেক্ষণ করে। মনিটরিং ফলাফল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কছে তুলে ধরে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয় এবং পৌর-এলাকায় অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে উঠে- এটাই কমিউনিটিভিত্তিক স্যানিটেশন মনিটরিং দল এর লক্ষ্য।

সদস্য সংখ্যা (Members): ৭ জন

সদস্যদের নাম:

ছাদ উদ্দিন, কাউন্সিলর, শ্রীমঙ্গল পৌরসভা
শারমিন জাহান, কাউন্সিলর, শ্রীমঙ্গল পৌরসভা
বিকুল চক্রবর্তী, সাংবাদিক
জহর তরফদার, শিক্ষক
এস এ হামিদ, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য
পঙ্কজ ঘোষ দস্তিদার, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য
পরিতোষ দেব, ফ্যানসা-বাংলাদেশের সদস্য

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS MAC BANGLADESH

মনিটরিং পর্যবেক্ষণ (Observation):

- ৫টি গণশৌচাগারের (Public Toilet) ১টি গণশৌচাগার নোংরা, অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়, কোনটা তালাবদ্ধ।
- রেল স্টেশন (Rail Station) এলাকায় আবর্জনায় ভরপুর।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ক্যাম্পাস ময়লা ও মেডিকেল বর্জ্যে আচ্ছাদিত।
- হরিজন পল্লী ময়লা ও আবর্জনার স্তুপে ঢাকা পড়ে গেছে।
- বাজার ব্যবস্থা নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। রাস্তাঘাট অপরিস্কার।
- নর্দমা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ ও অকার্যকর।
- কেন্দ্রীয় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নাই। বর্জ্য পরিবহন সুবিধা ও ডাম্পিং স্টেশন নাই।

পদক্ষেপ গ্রহণ (Measures Taken):

- মনিটরিং পর্যবেক্ষণের ফলাফল পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়মিত উপস্থাপন করা হয়েছে।
- পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসন স্যানিটেশন উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।
- পৌরসভা তালাবদ্ধ গণশৌচাগার সাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে।
- পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রেল স্টেশনকে বর্জ্য মুক্ত করা হয়েছে।
- পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে হরিজন পল্লীর ময়লার স্তুপ অপসারণ করা হয়েছে।
- ময়লা অপসারণ করে ঐ স্থানে হরিজন পরিবারের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।
- পৌরসভা নগরে একটি পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

Rising for Rights for Strengthening Civil Society Network to Achieve SDG 6

ফ্যানসা-বাংলাদেশ সদস্য: SKS MAC BANGLADESH